Released 14-1-1950
বনফুলের
মানদণ্ড
এস, বি, পিকচার্সের বিস্ময়কর
অবদান

সুধেন্দুভূষণ দত্তের প্রযোজনায়

এস, বি, পিক্‌চার্সের সর্বপ্রথম নিবেদন

বনফুলের

মানদণ্ড

—রূপ দিয়েছেন—

তুঙ্গশ্রী মেঘসুন্দর হিরণ্যগর্ভ শিখরিণী হীরাবাঈ

চন্দ্রাবতী * ছবি বিশ্বাস * রাধামোহন ভট্টাঃ * অনুভা গুপ্তা * পদ্মা দেবী

বীরা বিনু মন্মথ সিং মাষ্টার মশাই বিশু

শুক্তিধারা * প্রীতিধারা * বিমান বন্দ্যোঃ * মনোরঞ্জন ভট্টাঃ * অনাদিপ্রসাদ

মাধবকাকা দামোদর ডাঃ রামচন্দ্র সর্বরঞ্জন নরেন

ফণি রায় * তুলসী চক্রঃ * কানু বন্দ্যোঃ * হরিমোহন বসু * শীতাংশু মিত্র

কেশব সামন্ত

* বীরেশ্বর সেন *

সঙ্গে আছেন : ভানু বন্দ্যোঃ (ছোট), বাণীবাবু, খগেশ চক্রঃ, শচীন মুখোঃ, খগেন রায়, মাষ্টার দিলীপ, মাষ্টার সুকুমার, মিষ্টার বিমল, মিষ্টার পাণ্ডে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : রতন চ্যাটার্জী এম, এ

সঙ্গীত : অনিল বাগচী * চিত্রী : বিশু চক্রবর্ত্তী

শব্দধর : গৌর দাস * শিল্প-নির্দেশক : বীরেন নাগ * সম্পাদক : রবীন দাস

চিত্র পরিস্ফুটনে : বীরেন দাশগুপ্ত * রূপসজ্জাকর : শৈলেন গাঙ্গুলী * ব্যবস্থাপক : সুধীর চ্যাটার্জী * সহ-পরিচালক : বিজন সেন এম, এ (হলিউড) * স্থিরচিত্রে : ষ্টিল ফটো সার্ভিস * গীতিকার : সুবোধ পুরকায়স্থ, সরিৎ শর্মা, শান্তি দেবী

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনায় : রাজকৃষ্ণ হাজরা, বটকৃষ্ণ দাস, কার্তিক ঘোষ * সঙ্গীতে : সুশান্ত লাহিড়ী

চিত্রশিল্পে : কে, এ, রেজা, হরেন বসু, অমিয় ঘোষ * শিল্পনির্দেশে : কার্তিক বসু, অবিনাশ চক্রঃ * সম্পাদনায় : গোবর্ধন অধিকারী, দেবু গুপ্ত * চিত্র পরিস্ফুটনে : শম্ভু সাহা, সামান্য রায় * শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ * ব্যবস্থাপনায় : সুরেন সাহু

—একমাত্র পরিবেশক—

গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

মানদণ্ড

বোকা কুলিটার জন্যেই সব মাটি হ'য়ে গেলো। আর একটু আগে এলেই কোল্‌কাতার শেষ ট্রেণটা ধরা যেতো। কিন্তু, এখন মহা সমস্যা। কোথায় একলা নিরাপদে থাকা যায় এই রাত্রে? সমস্যার সমাধান ক'রলো কুলিটা,—তার জানাশোনা এক বাবুদের একটা ফাঁকা বাড়ী আছে কিছু দূরে। নিরুপায় মেয়েটি কুলির সেই প্রস্তাবেই রাজী হ'য়ে গেলো।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ঐ বিরাট বাড়ীটা দৈত্যপুরীর মত। গা ছম্‌ছম্ ক'রে উঠলো মেয়েটির। দরজা খুলতে খুলতে অভয় দিলো কুলিটা।

বাড়ীটি বেশ, একটা ঘরে ঢুকে জিনিষ-পত্তরগুলো রেখেই কুলিটা বেরিয়ে গেলো; বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ ক'রে। ভয় পেলো মেয়েটি। কুলিটার মতলব কি? হঠাৎ আর-এক দরজা দিয়ে একটি মেয়ে ঘরে এসে ওকে অভ্যর্থনা করলো, মেয়েটির নাম শিখরিণী। শিখরিণীর মুখে নিজের নাম শুনে তুঙ্গশ্রী বিস্মিত হোল আর চমকে উঠলো যখন জানতে পারলো মেয়েটি হিরণ্যগর্ভ বর্মণের বোন।

"বাঘের গুহায় যাচ্ছেন,— প্রস্তুত হ'য়ে যাওয়াই ভালো" সুন্দরগঞ্জে আসবার আগে কথা-গুলো বলেছিলো 'পার্টির লীডার' কেশব সামন্ত। চারধার থেকে কথাগুলো বেজে উঠলো ওর কাণে,—

যে-রিভলভারটা সঙ্গে ক'রে এনেছিলো,—এখানে এসে সেটিকেও আর পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে। তবু পরম সাহসে এগিয়ে গেলো সে হিরণ্যগর্ভের ল্যাবরেটরীতে।

দুটি বিভিন্ন জীবন-দর্শনের সাক্ষাৎ পরিচয় হোল বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের সাগ্নিক আঙিনায়।

"ফ্যাক্টরীর প্ল্যানটা বার করে দিন····"

অস্বীকার করলো মেয়েটি, প্ল্যানের সে কিছুই জানে না।

ধনতন্ত্রবাদের ঘোর শত্রু তুঙ্গশ্রী দেবী। কিন্তু জমিদার ও পুঁজিবাদী হিরণ্যের জীবনযাত্রা পদ্ধতি দেখে বিস্মিত হোল। কথাবার্তার ফাঁকে জানতে পারলো,—কেশব সামন্তর সঙ্গে বর্মণ পরিবারের দ্বন্দ্বটা রাজনৈতিক রূপ পেলেও সেটা আসলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। মনে মনে হাসলো তুঙ্গশ্রী,—বুদ্ধিমান বড়লোকগুলো কী-সুন্দর ধাপ্পা দিতেই না পারে!

সন্ধ্যায় মেঘসুন্দর বর্মণের গানের আসর বসেছে। মনে পড়লো তুঙ্গশ্রীর,—"আমার কাকাকে দেখবেন চলুন,—টি পি ক্যা ল ধনী তিনি।" সত্যিই টিপিক্যাল,—শ্রমিক-নিধন আর অবসর সময়ে বেহালা-বাদন ও বাইজীর সঙ্গীত শ্রবণ ক'রে খেয়ালী অথচ জরাজীর্ণ মেঘসুন্দর দিন কাটান। এই চমকপ্রদ গানের আসরে ব'সে সর্বহারা দেশের করুণ ছবি তুঙ্গশ্রীর চোখে ভেসে উঠলো। কিন্তু, বাইজীটি কে? চম্‌কে উঠলো তুঙ্গশ্রী!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রোধে, ঘৃণায় বিষিয়ে উঠলো তুঙ্গশ্রীর মন,—আহা, রিভলভারটা যদি থাকতো হাতের কাছে!

অকস্মাৎ শিখরিণীর স্বামী মন্মথ সিং এসে হাজির আসরে। কেশব সামন্ত বাঁধ কাটবার জন্যে গ্রামের জেলে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে বীরা দেবীর নেতৃত্বে। রুখতে হবে কেশবের এই অভিযান! যাবার আগে মন্মথ হিরণ্যকে জানিয়ে গেলো,—"যদি দরকার হয় তোমার জন্যে হাতি পাঠাবো,—যেও।"

কে এই বীরা দেবী?—

সমস্ত মনের ভিত্তিমূল কেঁপে উঠেছে তুঙ্গশ্রীর। অথচ হিরণ্যের সে এত কাছে ও এরই মধ্যে!

তুঙ্গশ্রী কলকাতায় ফিরে এলো। মনের মধ্যে তার আসল ক্ষতটা দেখা দিয়েছে এবার। ওর কাছ থেকেই কেশব সামন্ত জানতে পারলো,—যে পথিমধ্যে হিরণ্যর কবলে সে প'ড়েছিলো,—আর ভেতরের কোনো চক্রান্তই হিরণ্যের অজানা নেই। নৈরাশ্যে ফেটে পড়লো কেশব সামন্ত,—সে নিজেই এবার যাবে গুণ্ডাদের নিয়ে ওদের আক্রমণ ক'রতে।

ইতিমধ্যে বিনু-বিশু রহস্য জানতে পেরে মেঘসুন্দর প্রচণ্ডভাবে ক্ষেপে উঠেছেন। বিশুকে হিরণ্য আশ্রয় দিয়েছে আকাশ-বিহারে; তালা-বন্ধ ঘর থেকে বিনুকে পাওয়া যাচ্ছে না। মেঘুবাবুসপ্তমে চ'ড়েছেন। এ সবই হিরণের চক্রান্ত,—হতভাগাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, তার কাকা এখনও মরে যায় নি।

উন্মত্ত কেশব আসছে ল্যাবরেটরী পুড়িয়ে দিতে, আর তুঙ্গশ্রী ছুটে আসছে ল্যাবরেটরী বাঁচাতে···· ওদিকে মেঘসুন্দর তাঁর জীর্ণ দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন হিরণকে। কিন্তু হিরণ কোথায়? হয়তো এতক্ষণে আকাশ-বিহারে। হয়তো বা অন্য কোথাও নির্জন-নিভৃতে: আর টায়ফয়েড কালচারটা?····না, না, না। সে অসম্ভব, সে হতে পারে না!! হিরণকে খুজে বার করতেই হবে।

আপনারা কেউ কি তাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন না?—

গান

(১)

আপন কাজে অলস হ'লে চল্‌বে না,
চল্‌বে না, চল্‌বে না,
ও তুই আপনি বিফল হ'লে রে ভাই
কারোরই ফল ফলবে না।
ক্ষুদ্র শিকড় নীচেই রহে
ফল-গরবী শাখা,
দীপের আঁধার রয় চিরদিন
দীপের ছায়ায় ঢাকা।
ও ভাই শিখার গরব চাইলে সবাই
বিশ্ব-প্রদীপ জ্বলবে না।

সকল ফুলই ফুল ওরে ভাই,
সকল কাজই কাজ
ক্ষুদ্র ফুলের, ক্ষুদ্র কাজের
কিসের তবে লাজ?
ও তোর অন্তরে যে ঘুমিয়ে আছে
আনন্দ-কমল,
এই জড়তার আঁধার রাতে
জাগবে কি সে বল্?
ও তুই আপনাকে না ছলিস্ যদি
বিশ্ব তোরে ছল্‌বে না।

সমবেত সঙ্গীত—কথা ঃ সুবোধ পুরকায়স্থ

(২)

যখন গানের পাখী পাঠিয়েছিলে
আমার বাতায়নে
তখন আমি ছিনু গো আনমনে।

নয়নে আমার ছিল সুদূরের ছায়া,
পরাণে আমার কোন্ স্বপনের মায়া,
সাড়া নাহি পেলো, ফিরে গেলো গান
ব্যথা-ভরা অভিমানে।

ধূসর-ধরণীতে যবে ফিরে এলো আঁখি,
কোথায় তুমি, কোথায় আমি,
কোথা সে গানের পাখী?

যেখানে শ্যামল মিলিয়াছে নীলিমায়,
গানের পাখীটী গেছে উড়ে সেথা হায়,
আমারেও আমি ফেলিয়া এসেছি পিছে
সেদিন গোধূলিক্ষণে।

শিখরিণীর গান – কথা ঃ শান্তি দেবী

(৩)

ঝর-ঝর-ঝর ঝরিছে বাদল
কোথা ওগো আজিকে বন্ধু তুমি
পান্থহীন পথ, হেরি দূরে বিজলী চমকে
আঁধারে লুটায়ে কাঁদে কানন-ভূমি।
নাহি শশী মোর গগনে, নাহি তারা
বরিষে ভুবন-ভরি বিরহ-ধারা
বেদনা-নীপ-সম ওঠে কুসুমি
কোথা তুমি, কোথা তুমি, কোথা তুমি?

হীরার গান—কথা ঃ সুবোধ পুরকায়স্থ

(৪)

গভীর নিশীথে ঘুম-ভাঙা কবি শোনে,
পৃথিবী শুধায়, 'হে আকাশ বলো বলো
তারা কেন ঝরে যায়।'

আকাশ কহিল, 'হোক বহুদূর,
যুগ যুগ ধরি তারা প্রেমাতুর,
দিক্-হারা তাই ছুটে যায়, যদি
প্রেমিক প্রিয়ারে পায়।'

'নীল-সাগরের এক ঢেউ যদি
আর ঢেউ লাগি কাঁদে,
ধরিতে সে চায়, না পেয়ে কোথায়
বালুচরে বাসা বাঁধে।'

'যে তারা তেমনি ঝরিল ধূলিতে
ফুল হ'য়ে ফোটে সে-ব্যথা ভুলিতে,
প্রতি-রজনীর প্রেম-অভিনয়ে
বাসর জাগিতে চায়।'

হীরার গান—কথা ঃ সরিৎ শর্মা

(৫)

নিরানন্দ এ হৃদি-বৃন্দাবনে
এসো এসো নন্দ কিশোর,
আনন্দ-মঞ্জীর বাজায়ে পায়ে
নাচো চঞ্চল পুলক-বিভোর।

আপনারি সুখ-দুখ ভার
বহিতে পারি না আমি আর,
এসো এসো গিরিধারী করহে ধারণ
এ পাষাণ গিরি-ভার মোর।

কুটিল-জটিল পথচারী
কাঁদে প্রেম তব অভিসারী
ডাকো তারে সঙ্কেত-বাঁশীর তানে
ঘুচাও বিরহ-আঁখি-লোর।

হীরার গান—কথা ঃ সুবোধ পুরকায়স্থ

গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স-এর প্রচার বিভাগ হইতে সম্পাদিত এবং প্রকাশিত।
১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত।
মূল্য ঃ দুই আনা।